চট্টগ্রাম

মেয়র বনাম সরকার

চট্টগ্রাম থেকে **সুমি খান**

১৫ জুলাই সোমবার বন্দর নগরী চট্টগ্রামের অধিবাসীরা হঠাৎ ঘুম ভেঙে বুঝতে পারে– এক অবরুদ্ধ নগরীর বাসিন্দা যেন তারা। পুলিশ বিডিআরের ব্যারিকেড, বেয়নেট, বেড়াজালে অবরুদ্ধ চট্টগ্রামের প্রধান সড়ক কোর্ট রোড, সোহ্‌রাওয়ার্দী রোড, আলকরণ, ফিরিঙ্গিবাজার, বিপনী বিতান, আমতলা, জুবলী রোড, নন্দনকানন, লয়েল রোড, জেএম সেন এভিনিউ, আন্দরকিল্লা, লালদীঘির পাড়, পাথরঘাটাসহ আদালত ভবনের আশপাশে প্রায় ১৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা। চরম দুর্ভোগের শিকার নগরবাসী টানা ৬ ঘন্টা। দুপুর ২টার পর বিভিন্ন সড়ক থেকে কাঁটাতারের ব্যারিকেড সরায় পুলিশ; বিডিআর সরে যায়– স্বস্তি ফিরে পায় জনগণ। দুর্নীতির মামলায় ১৫ জুলাই আদালতে হাজির হতে গেলে সরকারই অবরুদ্ধ করে রাখে চট্টগ্রাম মহানগরী।

সিটি কর্পোরেশনের ২য় শ্রেণীর দু'জন কর্মচারী পরিমল কান্তি চৌধুরী (অবসরপ্রাপ্ত এবং বর্তমানে মৃত) এবং সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে তৎকালীন বিএনপি সরকার মনোনীত (নির্বাচিত নন) মেয়র মীর নাছির চাকরিচ্যুত করেন। বর্তমান মেয়র '৯৪-এর ৩১ জানুয়ারি নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মীর নাছিরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৬,৪০০ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। ১০ মার্চ '৯৪ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী। '৯৪তেই দুই কর্মচারীকে চাকরিতে পুনর্বহাল করলেন তৎকালীন মেয়র তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে।

পুনরায় নিয়োগকে দুর্নীতি বলে অভিহিত করে মামলা করে দুর্নীতি দমন ব্যুরো। এ মামলায় হাজিরা দিতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মেয়র এবং প্রথিতযশা আইনজীবী ড. কামাল হোসেন, অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট আহসানুল হক হেনাসহ তিনশ'র বেশি আইনজীবী নিয়ে ১৫ জুলাই সোমবার সকাল ১১টায় মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ (চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ) মোহাম্মদ ফজলুল করিমের আদালতে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। তার সঙ্গে হাজিরা দেন আসামি সৈয়দ মাহফুজুর রহমান। আদালত দু'জনকেই ১০ হাজার টাকা মুচলেকায় জামিন দেন। তাদের জামিন চেয়ে আইনজীবী ড. কামাল হোসেন বলেন, 'আইন নিজের গতিতে চলুক– সেটাই আমাদের কামনা। দেশে যে দুর্নীতি চলছে এতে ২৪ ঘন্টা দুর্নীতি দমন ব্যুরোর ব্যস্ত থাকার কথা। সাত বছর আগের মামলা নিয়ে একজন নির্বাচিত মেয়র আদালতে হাজির হওয়া সকলের জন্যই লজ্জার।' যে মামলায় দুর্নীতির দায়ে মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে– এ মামলার অভিযোগ খণ্ডন করে ড. কামাল হোসেন বলেন– নিরীহ দু'জন কর্মচারীকে চাকরিতে পুনর্বহাল Head of the city হিসেবে normal course যে করেছেন, দুর্নীতি দমন ব্যুরোর জন্যে এ মামলা কোনোভাবেই কৃতিত্বের নয়, আবর্জনার গাড়ির ঠিকাদার ত্রাণ তহবিলে ৫ লাখ টাকা দিয়েছে, এতে মেয়রের স্বার্থ কি? এটা পুরোপুরিই রাজনৈতিক স্বার্থপ্রণোদিত বলে আমাদের বিশ্বাস। তবু আপনার সমন পেয়েই আমরা আদালতে হাজির হয়েছি ইওর অনার।

বাদীপক্ষের আইনজীবী সরকার নিযুক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ও বিএনপি চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবদুস সাত্তার জামিনের বিরোধিতা করে বলেন, 'মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া বরাবরই অব্যাহত ছিল। আসামির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের কারণেই বর্তমান সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুদৃঢ় অবস্থানের ধারাবাহিকতায় এই দুর্নীতি মামলায় আসামির জামিনের বিরোধিতা করছি'। আদালত থেকে জামিন পাবার পর উল্লাসে ফেটে পড়ে মেয়র এবিএম মহিউদ্দিনের সমর্থকরা। আদালত প্রাঙ্গণে জনস্রোতের চাপে একরকম দৌড়ে দৌড়ে পরীর পাহাড়ের বিশাল এলাকা, কোর্ট রোড, লয়েল রোড পেরিয়ে শহীদ মিনারের সমাবেশে উপস্থিত হলেন ওপেন হার্ট সার্জারি রোগী মেয়র। বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সংকটকালীন অবিস্মরণীয় এ সমাবেশ। মীর নাছির মহিউদ্দিনের পুরনো দ্বন্দ্বের খেসারত দিলেন মীর নাছির– এমনও বললেন অনেকে। অন্যদিকে আ.লীগের জনবিচ্ছিন্নতা নিয়ে যতোই আলোচনা ততোই জবাব আসে দীর্ঘদিন পর স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ প্রমাণ করলো জনগণ নেতৃত্ব চায়; দিকনির্দেশনা চায় সংকট কাটিয়ে উঠতে। এদিকে চট্টগ্রামের বর্তমান মেয়রের গদি থেকে টেনে নামাবার ঘোষণা দিয়েছিলেন নগর বিএনপি নেতা দস্তগীর চৌধুরী।

চট্টগ্রামের সিটি মেয়র চট্টগ্রামকে স্যাটেলাইট নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে নিয়েছেন বিশাল পরিকল্পনা। তিনি ক্ষমতায় থেকে ধাপে ধাপে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আরো ৪টি দুর্নীতির মামলা

গত ৯ জুলাই বিভিন্ন দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের সাড়ে ৭ কোটি টাকা ক্ষতির অভিযোগে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ রেজাউল আমিন খান এবং ঠিকাদার মোহাম্মদ সফির বিরুদ্ধে ৪টি দুর্নীতি মামলা দায়ের করে দুর্নীতি দমন ব্যুরো। একটি মামলায় ১ কোটি ৫৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের গণপূর্ত বিভাগের ভূমি অবৈধ দখল ও সিঙ্গাপুর মার্কেট তৈরি, ঠিকাদারকে অবৈধভাবে ৪ কোটি ১১ লাখ ৫৪ হাজার টাকা পরিশোধ করে কর্পোরেশনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

দ্বিতীয় মামলায় নগরীর গরীবউল্লাহ শাহ মাজারের সামনে চউকর মালিকানাধীন সাড়ে ২৬ লাখ টাকার ভূমি দখল করে ভবন নির্মাণ ও ঠিকাদারকে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ টাকা পরিশোধে কর্পোরেশনের ক্ষতিসাধনের অভিযোগ আনা হয়েছে। অপর মামলাটিতে সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং মেসার্স পপুলার ইঞ্জি: ওয়ার্কস (২৪৫, মুরাদপুর, ষোলশহর)-এর মালিক মোঃ শফির যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে কেন্দ্রীয় কবরস্থানের মাটি উত্তোলন ও অপসারণ সংক্রান্ত কাজে পপুলার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ২ লাখ ১৪ হাজার ৫০০ টাকা মওকুফ করে দ.বি ৪০৯/১০৯ ধারা ও ১৯৪৭ সালের ২ নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। মোঃ শফির আবেদনে তাকেই লাভবান করে মেয়র অপরাধী হয়েছেন বলে এ মামলায় উল্লেখ করা হয়। এ ঘটনার তারিখ ৩-৬-৯৭ থেকে ১৫-৬-৯৯ ইং। ৪নং মামলায় ফয়েজ আহাম্মদ গং-এর মালিকানাধীন জি.ই.সি মোড়ের জায়গায় সিটি কর্পোরেশন টয়লেট ব্লকসহ ভবন নির্মাণ প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ আনা হয়েছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরোর

‘মিথ্যা মামলায় বারবার হয়রানি করছে আমার প্রতি ঈর্ষার কারণে’

এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী
মেয়র চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

সাপ্তাহিক ২০০০ : সম্প্রতি একটি দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কোর্টে উপস্থিত হলেন। একজন নির্বাচিত মেয়র হিসেবে আপনার অনুভূতি কী?

মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী : নির্বাচিত মেয়র বলেই আমি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আদালতে আত্মসমর্পণ করেছি, আদালত জামিন দিয়েছে। তবে চট্টগ্রামের জনগণের জন্য যতো ষড়যন্ত্রই আমার বিরুদ্ধে হোক না কেন আমি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতেও প্রস্তুত।

২০০০ : আপনি কি মনে করেন ষড়যন্ত্র হচ্ছে? কারা করছে?

মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী : চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সব সময় ছিল, এখনো আছে। না হয় কেন আমার দুই কমিশনারকে গত ১৪ জুলাই রাতের অন্ধকারে গ্রেপ্তার করবে? কেন পুলিশ পাহাড়তলিতে আবুল বশরের মা-বোনের ওপর হামলা করবে– আমার মামলা হাজিরার আগের দিন? তাছাড়া চিহ্নিত কিছু আমলা পর্দার পেছন থেকে রাজনীতিবিদ-মন্ত্রী-এমপিদের বিভ্রান্ত করে চট্টগ্রামের ক্ষতি করছে বরাবরই।

২০০০ : আপনি বলেছেন বেশি ঝামেলা করলে আগের মেয়রের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করবেন, সেটা কেন বলেছেন? কী প্রমাণ আছে আপনার কাছে?

মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী : আমি দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেকের সম্মান রেখে চলি। তবে সে সম্মানের প্রতি যখন অশ্রদ্ধা হয়, চক্রান্ত হয় সেটা যদি জনগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে অবশ্যই আমারও রুখে দাঁড়াতে হবে এবং তা জনগণকে সঙ্গে নিয়েই। প্রমাণ তো অনেক কিছুরই আছে, সময় হলে সবাই জানবে। আমি তো পরশ্রীকাতর নই।

২০০০ : আপনার বিরুদ্ধে যে মামলায় জামিন পেলেন আরো ৪টি দুর্নীতি মামলা হয়েছে, আপনি এর জন্য কি বর্তমান সরকারকে দায়ী করবেন?

মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী : এটা আমার প্রতি সরকারের কোনো ক্ষোভ বলবো না, ব্যক্তি বিশেষ সরকারকে কাজে লাগাতে চাইছে– তবে চট্টগ্রামবাসী অবশ্যই রুখে দাঁড়াবে এ চক্রান্ত। অন্য ৪টি মামলা নিয়ে হাইকোর্টে যাবো। আশা করছি হাইকোর্ট আমার আবেদনে সাড়া দেবে।

২০০০ : সরকারি দলের স্থানীয় নেতারা বিভিন্ন সময় বলেছেন, একের পর এক মামলা দিয়ে আপনাকে অপসারণ করা হবে।

মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী : দেশের সংবিধান পরিবর্তন ছাড়া আমার অপসারণ সম্ভব নয়। আমিও আইনি পথে এগুবো।

২০০০ : আপনি কাউকে কি অভিযুক্ত করতে চান এসব কারণে?

মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী : দায়িত্বে থাকলে অনেক কিছুই বলা যায় না। মিথ্যা মামলায় বার বার হয়রানি করছে আমার প্রতি ঈর্ষার কারণে। তবে মিথ্যে অভিযোগে হয়রানি করার অধিকার কারো নেই। সময় হলে আমি মানহানির মামলা করবো।

২০০০ : আপনার মামলার শুনানির দিন প্রচুর মানুষ জড়ো করা হয়েছিল?

মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী : জড়ো করা হয়নি। মানুষ আমাকে ভালোবাসে বলেই প্রাণের টানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুলিশ-বিডিআর-এর শত বাধা অতিক্রম করে রায় শুনতে গেছে। সারা শহর সেদিন মার্শাল ল'র মতো ছিল যা হীনম্মন্যতা থেকে করা হয়েছে। জামিনের পর শহীদ মিনারের সমাবেশে মাইক ব্যবহারে বাধা দেয়া হয়েছে। অথচ আমি মেয়র, প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা আমার প্রাপ্য।

২০০০ : আপনার জামিন নামঞ্জুর হলে পরিস্থিতি কী হতো মনে করেন?

মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী : যদি নৈরাজ্য হতো সেটা নিয়ন্ত্রণ করতাম।

২০০০ : এই সমাবেশ কি আপনার প্রত্যাশিত ছিল? আপনার অনুভূতি কি?

মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী : তা কিছুটা ছিল। তবে এই সমাবেশ দেখে আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং দায়বদ্ধতা দুই-ই বেড়ে গেছে অনেক। তবে সরকার বিরোধী কোনো কাজ কখনোই আমি করিনি, বিভিন্ন দলের লোকদের আমি নিয়ন্ত্রণে রেখেছি এটাও সত্য।

২০০০ : সরকারের সঙ্গে আপনার সমন্বয়হীনতার অভিযোগ কতটা সত্য?

মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী : সমন্বয়হীনতা নেই বলবো না, তবে স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মান্নান ভুঁইয়া চট্টগ্রামের প্রতি সদয় হয়েছেন। মাসখানেক আগে আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন পূর্ণ সহযোগিতার। এক্ষেত্রে চট্টগ্রামের অবকাঠামোগত উন্নয়নে সফল হবার ব্যাপারে আমি আশাবাদী।

২০০০ : আপনি বলেছেন, মান্নান ভুঁইয়া আপনাকে সহায়তা করবার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু চট্টগ্রামের নগরপিতা হিসেবে আপনি কতটা তৃপ্ত?

মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী : চট্টগ্রামে গত অক্টোবরের পর থেকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের যতো অতিথি বা রাষ্ট্রীয় অতিথি এসেছেন আমাকে কখনোই আমন্ত্রণপত্র বা কোনো রকম সহযোগিতা দেয়া হয়নি এ পর্যন্ত। প্রধানমন্ত্রী যতবার এসেছেন আমি নিজ উদ্যোগে গেছি। রাষ্ট্রীয় অতিথিদের ক্ষেত্রেও তাই। সম্প্রতি থাই প্রধানমন্ত্রী এলেন, আমি নিজেই অভ্যর্থনা জানাতে গেলাম। পুলিশের কোনো সহযোগিতা পেলাম না। মন্ত্রী-উপমন্ত্রীরা আমাকে দেখেও হাত সোজা করে রাখলেন। আমিই হাত বাড়িয়ে দিলাম। থাই প্রধানমন্ত্রী আমার পরিচয় পেয়ে বললেন, ‘You`re the host–I`m the guest’. তাকে এক ছোট্ট মেয়ে ফুল দিতে যেতেই একজন প্রতিমন্ত্রী কেড়ে নিয়ে নিজেই দিলেন। এ ধরনের আচরণ বিদেশীদের কাছে আমাদের ভাবমূর্তি কতটা ক্ষুণ্ন করছে মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাপ্রাপ্ত এই ব্যক্তিরা কখনো উপলব্ধি করবেন কি? মুখে যা আসে তাই বললে তো আর হয় না। চট্টগ্রামে যতো রাষ্ট্রীয় অতিথিই আসুন তারা আমারই অতিথি। আমার তো কোনো দীনতা নেই। আমি হাত বাড়িয়েই রেখেছি। রাষ্ট্র আমাকে অর্পিত দায়িত্বের প্রতি কে বা রাষ্ট্র স্বয়ং কতটা সম্মান দেখালো সেটা নিয়ে বেদনা আছে হয়তো, হীনম্মন্যতাবোধ অন্তত আমার নেই।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সুমি খান**